মৌতাতি

গোরাচাঁদ নন্দী

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
মাঘ ঃ ১৩৬০

প্রকাশক ঃ
প্রসন্ন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ
রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস
৬, বিনোদ সাহা লেন
কলি-৭০০০০৬

বারাণসী ধাম

লেখকের বক্তব্য

লেখকের সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়েছে অনেক বেশী বয়সে। হোতা ছিলেন স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। তারপরে হাত ধরে সাহিত্যের আসরে নিয়ে গিয়েছিলেন কাশীর উত্তরা সম্পাদক শ্রী সুরেশ চক্রবর্তী। দুজনেই এখন পরলোকে, কাজেই লেখা আর তাঁদের উপহার দেওয়া হল না। যেখান থেকে সব দেখা যায় সেখান থেকেই তাঁরা দেখছেন।

এই গল্প সংকলনের অনেকগুলিই বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে নবকল্লোল সম্পাদক ৺মধুসূদন মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে ও সহযোগিতায়।

পরিণত বয়সের লেখা বলে, গল্পগুলির মধ্যে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। সাহিত্য কতখানি আছে পাঠক, সমালোচক মহাশয়রা তার বিচার করবেন।

লেখার মধ্যে সমসাময়িককালের ঘটে যাওয়া কিছু কিছু সত্য ঘটনা আছে। কাজেই পাঠকদের মনে নতুন স্বাদ দিতে পারে বলে আমার মনে হয়। গল্পগুলি যদি পাঠকদের ভাল লাগে তাহলেই লেখা সার্থক হবে।

"মৌতাতি" নামকরণের একটা রহস্য আছে অসম্ভবকে সম্ভব রূপ দিতে হলে মৌতাতের আশ্রয় সবচেয়ে কার্যকর। অনেক গল্পে মৌতাতের কথা স্বীকারও করা হয়েছে। গল্পগুলি সবই হালকা মেজাজের, কাজেই পাঠকেরা রস-রচনার স্বাদ পাবেন, হাসির খোরাক পাবেন।

অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাহায্য ও উদ্দীপনা না পেলে এই প্রকাশন সম্ভব হত না। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আমার বিশেষ বন্ধু স্বনামধন্য ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

হিপি কমিশন

হিপির খোঁজে কাশী গিয়েছিলাম। কথাটা বেখাপ্পা শোনালে কি হবে—কাশী তীর্থস্থান, বাবা বিশ্বনাথের আবাস, আবার নন্দী-ভৃঙ্গি সুলভ সাইকেডেলিকের আবহাওয়ায় বিশ্ববিখ্যাত, সেইজন্যে হিপিও ওখানে সুলভ।

সুবিধেও হয়েছিল—ওখানে আমার এক নরাণাং মাতুলক্রম ভাগনে থাকে, ও আজন্ম কাশীবাসী। দেশ রাণাঘাটের জমিদারীও তাকে কাশী ছাড়াতে পারেনি, তাই বোধ হয় নাম কাশীনাথ। এম. এ. পাশ জার্নালিষ্ট, কিন্তু জিভের চোটে তার দৈন্যদশা ঘুচল না—অথচ কাশীর হেন লোক নেই তাকে চেনে না। পাকা গুণ্ডা থেকে আরম্ভ করে বি. এইচ. ইউ-এর ভাইস পর্যন্ত। কাজেই হিপি খোঁজা আমার পক্ষে তথাকথিত কুমার সাহেবের বাঘ শিকারের মতন। মাচায় বসে চব্যচোষ্য ওড়াও—বিটার বা বাঘ তাড়িয়ে আনলে গুলি ঝাড়।

আমিও ঐরকম এক স্ট্রাটেজির তালে ছিলাম। বন্ধুবর জোরুমল ফাটকারামের আপিস থেকে কাশীনাথকে ট্রাঙ্ককল করলাম।

হ্যাঁরে কাশী, তোরা আছিস কেমন? ভাবছি একবার কাশী যাব—এবারে দিনকতক থাকব।

আমি ত আছি ভাল, আপনার বৌমার সেই আধকপালিটা আবার চাগিয়েছে, ছেলেমেয়েরা প্রেমসে আছে আগের মতন।

আমিও আগের মতন গোধূলিয়াতেই সেই দু' নম্বর ঘরে থাকব, এবারে আবার কুমার পাকড়িয়েছি—যতদিন ইচ্ছে ব্লাঙ্ক চেক, মায় ফ্রি ট্রাঙ্ককল।

মামা তুমি আছ বেশ। সারা জীবনটা পরস্মৈপদী চালিয়ে গেলে—কবে আসছ?

দিন ঠিক করিনি একদিন হুট করে চলে যাব, খবর পেয়ে যাবি।